দৈনিক বাংলা
তারিখ 22/12/78
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

প্রাইমারী স্কুলের স্থান ও পরিবেশ

মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম খান

আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুলই কোন পরিকল্পনা মোতাবেক গড়ে ওঠেনি। জরীপ নিলে দেখা যাবে, গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা নিজেদের সুবিধেমত নিজেদের কাচারী ঘরে বা বাড়ির সন্নিকটে সাধারণত প্রাইমারী স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেক সময় রেষারেষির ফলেও অপরিকল্পিতভাবে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্যই একই পাড়া বা মহল্লায় দু-তিনটি স্কুল পরিলক্ষিত হয়। আবার হয়তো দু-মাইলের মধ্যেও কোন স্কুল নেই। এরূপ নজীরও বিরল নয়। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত প্রাইমারী স্কুলগুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আসায় পরও এর স্থানের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। অথচ এ অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। আমাদের দেশের, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের রাস্তাঘাটের যে দুরবস্থা তাতে প্রাইমারী স্কুলগুলো একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বর্ষাকালে শিশুদের পক্ষে দূরবর্তী স্কুলে যাওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তদুপরি স্কুলগুলোর পরিবেশও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। সুন্দর পরিবেশে এবং ছিমছাম গৃহে স্কুল বসলে ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে। অথচ আমাদের দেশের বহু স্কুলগৃহের অবস্থা গোয়ালঘরের চেয়েও নিকৃষ্ট। অনেক স্কুলগৃহের বেড়া নেই, চাল দিয়ে পানি পড়ে, মেঝে স্যাঁতসেঁতে, এখানে-সেখানে উঁই পোকার ঢিবি, চেয়ার-টেবিল ভাঙা ও চারদিকে আবর্জনার স্তূপ। অনেক স্কুলগৃহ আবার রাত্রিবেলা গরু-ছাগলের বাসস্থান। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন অপরিহার্য। সরকার অবশ্য বহু অর্থ ব্যয়ে দেশের বহু স্কুলগৃহের উন্নতি সাধন করেছেন। তবু সমস্যার এখনও পুরো সমাধান করা সম্ভবপর হয়নি।

প্রাইমারী স্কুলগৃহ আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। গৃহের চাল যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন, মেঝে ও দেয়াল অবশ্যই পাকা হতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য থাকবে আলাদা কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে শিক্ষকদের জন্য সুন্দর চেয়ার-টেবিল, ছাত্রদের জন্য বেঞ্চ ও দেয়ালে ব্ল্যাক বোর্ড থাকবে। প্রতিটি স্কুলের জন্য একটি ছোট লাইব্রেরী থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকদের জন্য আলাদা বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা থাকাও উচিত। স্কুলের চতুর্দিক যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিটি স্কুলের সম্মুখে একটি ছোট মাঠ থাকা অপরিহার্য। এ মাঠে ছাত্রদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর ব্যবস্থাদি রাখতে হবে। সম্ভব হলে মাঠের এক পাশে ফুলের বাগানের জন্য কিছু অংশ আলাদা করে রাখা যেতে পারে।

স্কুলগৃহ পরিষ্কার রাখা, ঝাড়ু দেয়া, বাগান করা, খেলাধুলোর ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের পানীয় জল সরবরাহ করা ইত্যাদি কাজের জন্য প্রতিটি স্কুলে একজন পিয়ন-মালি নিযুক্ত করা উচিত। স্কুলের শ্রেণীকক্ষগুলোতে মণীষীদের চিত্র, উপদেশমূলক বাণী, নানা ধরনের মানচিত্র, বৈজ্ঞানিক চার্ট ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে। এর ফলে কোমলমতি ছাত্রদের মনে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করবে। স্কুলের সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়মত এর মেরামতের সুবন্দোবস্তও করতে হবে। শহরের স্কুলগুলোতে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা রাখা উচিত। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে যে রকম আধুনিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে বা হয়েছে, কোমলমতি শিশুরাও অনুরূপ ব্যবস্থা দাবী করতে পারে এবং তাদের এ দাবী পূর্ণ হলে গোটা দেশের চেহারাটাই বদলে যাবে।

পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত কার্যাবলী

প্রাইমারী স্কুলের স্থান এবং পরিবেশের কথা প্রসঙ্গে স্বভাবতই পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত কার্যাবলীর কথাও আসে। ছাত্রদের শুধু বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থানে, সুন্দর পরিবেশে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে বা পুঁথি পড়ালেই তারা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে না। বরং এর ফলে তাদের মানসিক বৈকল্য দেখা দেবে। তাই লেখাপড়ার সাথে সাথে তাদের চিত্তবিনোদন ও সৃজনী ক্ষমতা বিকাশের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। সকল শ্রেণীর ছাত্রের ব্যায়াম, শরীরচর্চা ও খেলাধুলোকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিদিনই স্কুল ছুটি হবার পূর্বে কমপক্ষে এক ঘন্টা সকল ছাত্রছাত্রীদের শরীরচর্চার জন্য মাঠে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য সবাইকে যে একই ধরনের ব্যায়াম করতে হবে তা নয়। একইভাবে ক্রীড়া ও খেলাধুলার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে হাডুডু, দারিয়াবান্ধা প্রভৃতি দেশীয় খেলায় তাদের উৎসাহিত করতে হবে। পরে ধাপে ধাপে ও সুযোগমত তাদের ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খেলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। সাঁতার, দৌড়, ভার উত্তোলন, কুস্তি প্রভৃতি ক্রীড়ানুষ্ঠানেও যোগদানে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

প্রাইমারী ছাত্রদের জন্য ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা, জেলা ও জাতীয়-পর্যায় প্রতি বছর খেলাধুলা, ক্রীড়া, শরীরচর্চা প্রভৃতির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যিকার প্রতিভা আবিষ্কার করতে হবে এবং তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিভা শৈশবকাল হতে স্ফুরণের সুযোগ না পেলে তা কোনদিনই সুবিকশিত হতে পারবে না। একই সাথে বিশেষ করে শহর অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে বয়স্কাউট প্রভৃতি আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। বিভিন্ন শিশু প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে। সবার জন্যে না হলেও প্রাইমারী ছাত্রদের মধ্য হতে বাছাই করে কিছুসংখ্যক উচ্চমানসম্পন্ন কিশোরকে সামরিক স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ করে দিতে হবে।

খেলাধুলার সাথে সাথে ছাত্রদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। আমাদের মত গরীব দেশের অসংখ্য মৌল প্রতিভা শুধুমাত্র বিকাশের অভাবে অংকুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। প্রতিভার এ অপচয় রোধ করতেই হবে এবং সে রোধ করার অভিযান শুরু করতে হবে প্রাইমারী পর্যায়ে। আমাদের দেশে শিশু পত্রিকার নিদারুণ অভাব। তদুপরি সম্পাদকরাও অনেক ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। অনেকের লেখা তাঁরা আদৌ পড়েন না বা পড়লেও তা ছাপান না বা ছাপলেও রচনার দোষত্রুটি দেখিয়ে সাহিত্য অঙ্গনের দ্বারদেশে দুরু-দুরু বক্ষে অপেক্ষমান বালকটি প্রবেশের জন্যে আহ্বান জানান না বা জানালেও তাদের প্রতি নজর দেন না। এর ফলে অনেকেই হতাশ হয়ে অন্য পথ ধরেন। তাই এর ব্যতিক্রম ঘটাতে হবে। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিটি স্কুলে প্রতি মাসে দুটি করে হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এ দেয়াল পত্রিকার লেখার জন্যও সবাইকে উৎসাহ দিতে হবে। কাঁচা রচনার রূঢ় সমালোচনার পরিবর্তে এর দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে লেখার জন্য উৎসাহ দেয়া উচিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ লেখককে পুরস্কৃত করতে হবে। এর ফলে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হবে। এভাবেই একদিন বিকশিত হবে আমাদের দেশের সুপ্ত প্রতিভা।

একইভাবে দেশের শিশু পত্রিকা ও দৈনিক পত্রিকার শিশু বিভাগের পক্ষ হতে অনুরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা উচিত। দেশে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আরও শিশু পত্রিকা প্রকাশেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিও শিশু কিশোরদের উৎসাহিত করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ের ওপর শিশুদের উপযোগী পত্রিকা প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। একই সাথে শিশু-কিশোরদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রাইমারী স্কুলের সব ছাত্রের জন্য আবৃত্তি, বক্তৃতা, ধাঁধা, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সাথে সাথে সবার ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিতে হবে। বছরে একবার এ সমস্ত বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে কোনদিনই আসল প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাবে না। একই সাথে চিত্রাংকন, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ের ওপরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য জাতীয় পর্যায় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যাদের মধ্যে মৌল প্রতিভার সন্ধান মিলবে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্রদের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা প্রভৃতির ওপরও নজর রাখতে হবে। গুরুজন, শিক্ষক ও বড়দের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। গুরুজনদের দেখে ছাত্ররা যাতে তাদের সম্মান দেখায় সেজন্য সালাম বা আদাব দেয়াকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী ছাত্রেরা যাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সমাজ সেবার প্রতিও তাদের আকৃষ্ট করতে হবে। স্বেচ্ছামূলক কাজে তাদের যোগদান বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ ব্যাপারে প্রতিটি স্কুলকে বছরে কমপক্ষে একবার স্বেচ্ছামূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে পুকুর কাটা, রাস্তা করা, কচুরিপানা পরিষ্কার করা, খাল কাটা, মজা পুকুর ও খাল পরিষ্কার ও গভীর করা ইত্যাদি। একই সাথে ছাত্রদের মধ্যে পড়াশোনার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিটি স্কুলে কমপক্ষে একটি পত্রিকা এবং শিশুদের জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা রাখতে হবে। প্রতিটি স্কুলে ছোট হলেও একটি লাইব্রেরী থাকা বাঞ্ছনীয়। ছাত্ররা যাতে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে সে বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। লাইব্রেরীতে মহাপুরুষদের জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ের পুস্তক, নানা দেশের উপকথা, রোমাঞ্চকর কাহিনী, এমন কি নির্দোষ উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রাখতে হবে। সম্ভব হলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বুক ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

ছাত্রদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ব্যাপারেও উৎসাহিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে যে-কোন একটি ব্যাংকের শাখা থাকা উচিত। এমন কি সম্ভব হলে ব্যাংকের কর্মচারীরা যদি মাসে একবার করে প্রতিটি স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের উৎসাহিত করেন তবে ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হবে। ছাত্রীদের জন্য কিছুটা আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের মধ্যে রান্না, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরি, রোগীর সেবা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা উচিত।